File No. 74 /WBHRC/~~com~~/SMC/17

Date : 15-02-2017

Enclosed is the news clipping of 'Ei samay', a Bengali daily dated 15th February, 2017, the news item is captioned 'মুখে অ্যাসিড ঢেলে বধূকে খুন খড়গ্রামে'

The Superintendent of Police, Murshidabad is directed to furnish a detailed report by 15th March, 2017 enclosing thereto :-

a) Copy of FIR, if any.

b) Address and particulars of the victim,

c) statement of the victim's family members.

d) ~~medical~~ Post Mortem report of the victim.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

Encl: News Item dt. 15.02..2017

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC.

মুখে অ্যাসিড ঢেলে বধূকে খুন খড়গ্রামে

এই সময়, রামপুরহাট: চাহিদা মতো পণের টাকা এনে না-দেওয়ায় এক বধূর মুখে অ্যাসিড ঢেলে খুন করার অভিযোগ উঠল শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে। সেখানেই শেষ নয়, প্রমাণ লোপাট করতে জখম বধূকে মুর্শিদাবাদ থেকে নিয়ে যাওয়া হয় বীরভূমের রামপুরহাট হাসপাতালে। পরিচয় গোপন রেখে ভর্তি করে হাসপাতাল থেকে চম্পট দেয় তারা। তবে শেষরক্ষা হয়নি। বধূর বাপের বাড়ির লোকজন খবর পেয়ে হাজির হয় হাসপাতালে। ততক্ষণে অবশ্য সব শেষ। রামপুরহাট হাসপাতালের সুপার সুবোধ মণ্ডল বলেন, 'ইমারজেন্সিতে রোগী এলে তার চিকিৎসাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। অস্বাভাবিক মৃত্যু হলে তা পুলিশকে জানানো হয়। তাই সেই সুযোগে কেউ পালিয়ে গেলে কিছু করার থাকে না।'

মৃত পারমিতা সাহার বাবা অমিয় সাহা বলেন, 'মেয়ের দেহ দাহ করার পর খড়গ্রাম থানায় অভিযোগ করব। গোটা ঘটনার পিছনে জামাই মিলন সাহা ও ওর বাবা-মা জড়িত।' গণ্ডগোলের সূত্রপাত দু'সপ্তাহ আগে। সরস্বতী পুজো উপলক্ষে মেয়েকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলেন অমিয়। কিন্তু জামাই পত্রপাঠ বিদায় করে দেন শ্বশুরকে। মাঝে মধ্যেই টাকার দাবিতে মেয়ের উপর জামাই অত্যাচার করত বলে অভিযোগ।

পোড্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য নাড়ুগোপাল সাহা বলেন, 'মেয়ের অত্যাচারের কথা ওঁর বাবা এসে আমাকে বলতেন। এই নিয়ে ইন্দ্রাণী পঞ্চায়েতে একবার সালিশি সভা হয়েছিল বলে শুনেছি।' ইন্দ্রাণী গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য নজরুল শেখ বলেন, 'স্বামী-স্ত্রীর গণ্ডগোল নিয়ে এলাকার গণ্যমান্যরা বসে আলোচনা করে মিটিয়ে দিয়েছিল। তারপর কি হয়েছে জানি না।' বিয়ের সময় সাধ্যমতো যৌতুক দেয় পারমিতার পরিবার।

রামপুরহাট হাসপাতালে কান্নায় ভেঙে পড়ে অ্যাসিডে মৃতার পরিবার — রাজা ভকত

কিন্তু তারপর থেকেই নানা অজুহাতে বাবার বাড়ি থেকে টাকা আনার জন্য মেয়েকে চাপ দেওয়া হত বলে অভিযোগ। মৃতার মা জয়া বলেন, 'বাড়ি কেনার জন্য ২ লক্ষ টাকা চেয়ে পাঠিয়েছিল জামাই। এর আগে ধারদেনা করে বিয়ে দিয়েছি। অত টাকা কোথায় পাব? গত ছ'মাস ধরে অত্যাচার চরম আকার নিয়েছিল।' তাঁদের প্রতিবেশী মনোজিৎ সাহা বলেন, 'সোমবার সকাল ৯টা নাগাদ মেয়ে, মা-কে ফোন করে অত্যাচারের কথা বলে। বিকালে মেয়েকে বাড়িতে নিয়ে আসার কথা বলা হয়। কিন্তু ঘণ্টাখানেক পর জামাই-এর বাড়ির পাশের একজন ফোন করে বলে আপনাদের মেয়েকে রামপুরহাট নিয়ে যাচ্ছে জামাই।'

অমিয় সাহা বলেন, 'মেয়েকে অত্যাচার করার পর ওর মুখে অ্যাসিড ঢেলে দেওয়া হয়। প্রমাণ লোপাট করতে ওরা খড়গ্রাম হাসপাতাল, কান্দি মহকুমা হাসপাতাল বাদ দিয়ে ২৫ কিলোমিটার দূরের রামপুরহাট হাসপাতালে নিয়ে যায় মেয়েকে। আমরা তাঁকে না পেলে হয়তো কিছুই জানতাম না।'

FREE Registration Free